OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 291 - 296
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মিলান কুন্দেরা-র ‘সত্তা’ : যুগসন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও এক ভিন্ন মার্গ

সমরজিৎ শর্মা
গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয়), শিলচর
Email ID: sarmasunu18@gmail.com
0000-0001-9385-1845

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Philosophy, Criticism, Being, Human Life, Significance, Europe, Modernity, Existence, Statelessness.

Abstract

“And What can life be worth if the first rehearsal for life is the itself?”
- The Unbearable Lightness of Being

In 1984, when ‘The Unbearable Lightness of Being’ was published, the author himself had no doubt about the title. However, his friends, translators, and publishers reportedly requested him multiple times to remove or change the final word of the title - Being. They felt that the use of the word ‘being’ in the novel's name unnecessarily initiated a philosophical heaviness. There were concerns that this might negatively affect the book’s sales. But the author remained adamant. As a result, the word Being (or Sattā in Bengali, meaning ‘existence’) remained in both the French and English translations, and eventually, its presence carried through into other European languages as well. From 1979 to 1981, though he spent a few years in France, he was, in the truest sense, homeless and stateless at that time. He clearly stated that he never intended to write psychological or philosophical novels. At the Canter of all of Kundera’s works lies a single word: Being or Existence. That is the concept he sought to explore from different angles.

According to him, only those literary works are meaningful to humanity that reveal some previously unknown aspect of existence. After being officially exiled by the Communist government, he began, during those few years, to write anew about the existence of modern humans. What made his style distinctive was the way he examined human existence from various perspectives - often through irony or absurdity. Although in interviews he mentioned that humour, irony - the most sublime flavors of literature - were more prominent in earlier writings, and that people today seem to have forgotten how to laugh. His name: Milan Kundera. A writer who spun bizarre tales out of the visible and invisible elements of human life, and made his readers laugh through them - but a writer whom scholars of literature are

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

reluctant to categorize simply as dark humour. At the same time, his works don't fit neatly into parody or comedy either. So what makes Milan Kundera unique? This piece will attempt to shed light on that very question.

Discussion

"উপন্যাস হল অস্তিত্বের ধ্যানতন্ময়তা যা কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়"

- মিলান কুন্দেরা

৯৪ বছর বয়সে মিলান কুন্দেরা চলে গেলেন। তিনি যে কী অপূর্ব লেখক তা বলে বোঝানো সম্ভব না। আমরা যখন এম.এ পড়ি, তখন আমাদের পাঠ্যাংশ ছিল মিলান কুন্দেরা। এই মিলান কুন্দেরা কত বড়ো, সেটা বিচার করার দায়িত্ব আমার একার উপর দিলে হবে না। এটা গোটা সমাজের প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিচার করতে হবে। আমাদের সকলের দায়িত্ব কুন্দেরাকে বিচার বিশ্লেষণ করা। এরকম সুন্দর ভাষা, এরকম সুন্দর চিন্তা, এরকম সুন্দর হাস্যরস, এরকম সুন্দর দুঃখ-বেদনা-কষ্টের গাথা, এরকম সুন্দর সমাজ-পর্যবেক্ষণ, এরকম সুন্দর ভাব-ভাবনা এবং তাঁর উদারতা কোন লেখকের মধ্যে পেয়েছি সম্প্রতি। পাওয়া মুশকিল। তিনি সর্বকালের সেরা লেখকদের মধ্যেই আছেন বলে আমার মনে হয়। সাউথ আমেরিকার বিখ্যাত স্প্যানিশ লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেস তিনি কী সুন্দর বলেছেন, -

> "I think of Kundera as a great modern descendant of Gogol and Kafka.."[১] (Hein, Micheal Henry)

ভাবা যায়! রাশিয়ার সেই গোগোল, যিনি 'Overcoat' গল্প লিখে পাগল করে দিয়েছিলেন। যার জন্য দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন, We all came from under Gogol's Overcoat অপূর্ব লেখক। আর কী অপূর্ব হাস্যরস। দুর্দান্ত সমাজ পর্যবেক্ষণ। আর কাফকা, কাফকার তো কোনো তুলনাই হয় না। কাফকার মতো আধুনিক, মনোবিজ্ঞানী লেখক আর কেউ নেই। তিনি এঁদের সঙ্গে তুলনা করছেন কুন্দেরার, বলছেন - The great descendant of Gogol and kafka - এটা ধ্রুব সত্যি। তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে বলি, আমরা লেখা পড়ি কেন? খুব কঠিন লেখা হলেও আমরা কষ্ট করে পড়ি। আমরা লেখা পড়ি আনন্দ পাওয়ার জন্য। একটা লেখা পড়ার পর আমাদের মধ্যে একটা রস তৈরি হয়, একটা ভাবনা তৈরি হয়, একটা উন্মাদনা তৈরি হয় -- এই সবগুলো কিন্তু কুন্দেরা আমাদের দিয়ে গেলেন। ওর প্রথম লেখা, যেটা আমাদের ভয়ানক নাড়া দিল, সেটা হল The Unbearable Lightness of Being, Unbearable Lightness কেন? কারণ সেটা এতোই হালকা যে তার ভার বহন করা যায় না। অর্থাৎ জীবনের ভার এতই কম যে, সে ভার বহন করা যায় না! উনি পরে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, -

> "আমার সমস্ত লেখার নাম এটাই হতে পারতো The Unbearable Lightness of Being. তার কারণ হল, অস্তিত্বের এই ভারহীন অবস্থা যা সহ্য করা যায় না।"[২] (কৃত্তিবাস পত্রিকা)

সহ্য করা যাবে না কেন? ওঁর উত্তর হচ্ছে, 'আমাদের জীবনে সব কিছুকে আমরা ওজন দিয়ে বিচার করি। কিন্তু আমরা কখনও ভাবি না, আমাদের সবচেয়ে ভারহীন জিনিসগুলোই আমাদের ক্রমাগত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নের কি ওজন আছে? নেই। অথচ স্বপ্নের দ্বারাই আমরা সবচেয়ে বেশি তাড়িত হই। আবার অন্যদিকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন এবং গভীর সম্পর্কগুলোর একটি প্রেমের সম্পর্ক। নারী-পুরুষের সম্পর্ক। এগুলোর কোনো ওজন নেই আপাতভাবে। কিন্তু সেই ভারহীনতাগুলোই আমাদের সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের জীবনে যে সিদ্ধান্তগুলো আমরা নিই, যে সিদ্ধান্তগুলোর ওপর আমাদের জীবনের মোড় ঘোরে, আমরা বাঁক নিই, আমরা এদিক থেকে ওদিকে যাই, আমরা অনেক কিছু করি বা করি না -- সেই সিদ্ধান্তগুলোর কী ভার আছে? কুন্দেরা এই উপন্যাসে বলছেন, -

> "The heaviest of burdens crushes us, we sink beneath it, it pins us to the ground. But in love poetry of every age, the woman long to be weighed down by the mans body."[৩] (Gein, Micheal Henry)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ আমরা ওজনের দ্বারা, ভারের দ্বারা বিকাস্ত হই, ভেঙে পড়ি, কিন্তু পৃথিবীর সর্বকালের সেরা কবিতাগুলিতে যে প্রেমের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে নারী কী চাইছে? The women longs to be weighed down by the mans body অর্থাৎ পুরুষের ভার যেন তার শরীরের ওপর থাকে! সেই ভার সে নিতে চায়। The heaviest of burdens is therefore simultaneously an image of life's most intense fulfilment অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী ওজনগুলো তা-ই, যা একই সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে গভীর প্রাপ্তিগুলোকে আমাদের জীবনে এনে দেয়। যত ওজন বাড়ে, আমাদের শরীর ততোই মাটি ছুঁতে চায়, মাটিতে পড়ে যায়। যত বেশি সে পড়ে সেটা তত বেশি বাস্তব এবং সত্য হয়। এটা ওঁর প্রেমের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে।

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য আনবিয়ারেবল লাইটনেস অফ বিয়িং'। আর এই শতাব্দী বলতেই আমাদের মনে পড়ে যায় জর্জ অরওয়েলের কথা। মিলান কুন্দেরা অবশ্য অরওয়েলকে খুব ভালো ঔপন্যাসিক বলে মনে করতেন না। 'ভালো ঔপন্যাসিক' এর বদলে অরওয়েলকে একজন 'দর্শনের লেখক' বলেই মনে করতেন। কিন্তু কুন্দেরার নিজের 'ফিলোজফিক্যাল টেক্সট' এর সঙ্গে অরওয়েলের লেখার সাদৃশ্য আছে, যেখানে চরিত্রগুলি একটি প্যান-অপ্টিকাম ব্যবস্থার ভিতর নিজেদের গোপনীয়তাকে হারিয়ে ফেলে।

যে শহর আশৈশব কুন্দেরার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, তা হল প্রাগ। এই প্রাগকে তিনি চিনেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। আর ফ্রানৎস কাফকা এবং জরোস্লাভ হ্যাসেকের লেখা পড়ে। জানাচেকের সংগীত শুনে। চেক ভূখণ্ডের চিরশ্রেষ্ঠ দুই শিল্পী প্রতিভা হিসাবে কুন্দেরা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন কাফকা এবং জানাচেককেই। তিনি লিখেছেন, প্রাগের প্রাণশক্তি ছড়িয়ে রয়েছে দুটি বইতে। কাফকার 'দি ক্যাসল' এবং হ্যাসেকের 'দি গুড সোলজার সোয়াইক'। এই দুটি উপন্যাস পাঠ করলে অসাধারণ এক বাস্তব অনুভূতি হয়। এই বই দুটি লেখা হয়েছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে।

কমিউনিস্ট জমানায় কুন্দেরার উপর চরম অবিচার হয়। এ প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতির কথা তিনি লিখেছেন এইভাবে,-

> "আমাদের চারপাশে এত নীরবতা ঘনিয়ে আসছে কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার মনে হয় আমি যেন একটা শূন্য হলঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি একা। মানুষের শত্রুরা তো আর তাকে একাকিত্বের নরকযন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেয় না। বন্ধুরাই মানুষকে একাকিত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু তাঁর প্রতি যে অবিচার হয়েছে, তাঁকে তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। বরং লিখেছিলেন, 'আমি ওদের অবিচারকে ঈশ্বরের তরফ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলাম।"[৪] (কৃত্তিবাস পত্রিকা)

এক ভয়ংকর যুগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুন্দেরার মনে হয়েছিল, -

> "এই আসন্ন যুগ হানাহানি, উসকানি, অবিশ্বাস, অবহেলা, বিদ্রুপ, ভয়াবহতার যুগ। এই যুগে অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনায় অনভিজ্ঞ, রূঢ়, অবিশ্বাসী যুবকেরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে। সত্যিকার উৎসাহ এবং শিক্ষাদীক্ষাবর্জিত হবে এরা। এরা দেখামাত্র প্রতিপক্ষকে নির্দ্বিধায় হেয় অথবা হত্যা করবে। অভ্যস্ত, রোজকার, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তারা সাবধানী, সন্দেহপ্রবণ এবং বিশ্বাসহীনতার বশবর্তী হয়ে পড়বে।"[৫] (তদেব)

মিলান কুন্দেরা ছিলেন একজন অসামান্য পাঠক। এই পাঠ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দর্শন গড়ে উঠেছে। তিনি বারবার বলেছেন, ইউরোপীয় উপন্যাসের দুই জনক, ফ্রাঁসোয়া র‍্যাবলে এবং মিগুয়েল দ্য সার্ভান্তিসের কথা। তাঁর মতে, র‍্যাবলেই হলেন ফরাসি সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৯১) মানুষের অন্তর্জীবনের উদঘাটনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

'আনবিয়ারেবল লাইটনেস অফ বিয়িং' উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র সাবিনা নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনে করতো। পুরনো যা কিছুর বিরোধিতা, সেই সঙ্গে তার নিজের শহর প্রাগ, আর সেখানকার কমিউনিস্ট শাসনেও তার ছিল আপত্তি। কাহিনির প্রধান পুরুষ চরিত্র টমাসের সঙ্গে প্রেমে সে তৃপ্তি পেত না। তার মনে হত, অনেকটাই মিথ্যে দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখানো হচ্ছে, সত্যের খোঁজ করতে আন্দোলন দরকার। দরকার প্রতিরোধ। সে ছিল ছবি আঁকিয়ে। নিজের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আঁকা ছবির মধ্যে দিয়ে সে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। মিলান কুন্দেরা সরাসরি 'কিশ' (জার্মান শব্দ kitsch) বলে অভিহিত করছেন, অনেকটাই মিথ্যে মোড়া সেই বাস্তবকে। সাবিনা কিশ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে মেতে উঠলো প্রেম ট্রেম, সে সবও তার মনে হতে লাগল 'কিশ', বা এক ধরনের মিথ্যের আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা আদপে বিস্বাদ, ফ্যাকাশে, খুবই অগভীর কোনও ব্যাপার। 'আর্ট অফ দ্য নভেল' বইয়ের পাতায় 'উপন্যাস' নামে সাহিত্য ধারার ভুত ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে 'কিশ' সম্বন্ধে মিলান কুন্দেরা বলছেন, আনবিয়ারেবল লাইটনেস অফ বিয়িং লেখার সময়ে 'কিশ' শব্দটা যখন ধীরে ধীরে উপন্যাসের অন্যতম স্তম্ভ উঠেছিল, অস্বস্তিই হচ্ছিল আমার। সে যাইহোক, এখনও, আজকের দিনের ফ্রান্সেও শব্দটি পরিচিত শব্দ নয়, হলেও আসল অর্থ থেকে অনেকটাই সরে এসে সেটি লোকের মনে ঠাঁই পেয়েছে। হেরমান ব্রোকের প্রবন্ধগুলোর যে ফরাসি অনুবাদ পাওয়া যায়, সেখান থেকে 'কিশ' এর অর্থ আসছে 'ফালতু আর্ট'। এখানেও খানিক সরে আসা হল আসল অর্থের থেকে। অর্থাৎ যে আর্টগুলো অগভীর বা স্বাদহীন, সেগুলোই যে 'কিশ' হয়ে উঠবে, তার কোনো মানে নেই। 'কিশ' আসলে একরকম অভ্যাস বা এক বিশেষ আচরণ। 'কিশ' কবলিত মানুষেরা সেই রকম, যারা মিথ্যের আলোয় সাজানো আয়নায় নিজেকে অপরূপ সুন্দর দেখেন, তারপর নিজেই নিজের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। ব্রোক এর মতে, 'কিশ' হচ্ছে উনবিংশ শতকের আবেগসর্বস্ব রোমান্টিক চেতনার ঐতিহাসিক ভাবে যুক্ত। কারণ, উনবিংশ শতকের ইউরোপের মধ্যাঞ্চল এবং জার্মানি ছিল যে কোনো জায়গার চাইতে বেশি রোমান্টিক এবং অবশ্যই তুলনায় কম বাস্তবধর্মী। সেই অতিরিক্ত সব কিছুর মাঝেই 'কিশ' এর জন্ম, ঐ অঞ্চলেই। শব্দটির ব্যবহারও ওখানেই প্রথম দেখা যায়, অন্যকোথাও নয়। প্রাগ শহরে 'কিশ' হল আর্টের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। ফ্রান্সে সেরকম নয়। ফরাসিদের চোখে প্রকৃত আর্টের বিপরীত শব্দটি হল বিনোদন। ভালো আর্টের বিপরীত হল ছোট আর্ট, হালকা আর্ট। তবু আমার নজরে, আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা উপন্যাসগুলো কোনোদিনই গুরুত্ব পায়নি।

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি তিনি এখানে ভাবনাগত জায়গায় এক অদ্ভুত আধুনিকোত্তর জায়গায় চলে এসেছেন। এক জীবনে কোনো ঘটনাই বারবার ঘটে না। একটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তই আসলে অনন্য। যে ঘটনাগুলি ঘটছে, একবারের জন্যই ঘটছে এবং এই ঘটনাটি পূর্বে হয়নি, পরেও হবে না।

একটিই জীবন। আর সে কারণেই একপ্রকার 'লাইটনেস' এর কাছে তিনি চলে আসেন এই উপন্যাসে। তিনি দেখিয়েছেন জীবনের একটি অসহনীয় দিক, যে প্রত্যেকের পছন্দ একবারই সংগঠিত হতে পারে যার একটিই সম্ভাব্য ফলাফল হয়। আর অন্য কারুর পক্ষে এটা জানা সম্ভবই নয়, অন্য কোনো পছন্দ বা চয়েস এখানে সম্ভবপর হতো কিনা। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঠকদের মধ্যেই এক নতুনত্বের দিশা এনে দিয়েছিল। ভালোবাসা, যৌনতা, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান, সাম্রাজ্যবাদ এবং রাষ্ট্রের কাছে গোপনীয়তা বন্ধক দিয়ে দেওয়া সমস্ত কিছুই উঠে এসেছে আধুনিকোত্তর বিশ্ব সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কুন্দেরার প্রতিটি উপন্যাস, প্রতিটি অক্ষরই রাজনৈতিক। রাজনীতির সঙ্গে দর্শনের এবং যৌনতার যে অদ্ভূত পারস্পরিকতা তিনি তৈরি করতেন, তা যেন মানুষে মানুষে সম্পর্কের জায়গাটিকে আরও বেশি বিষণ্ণ করে তুলতো। বিশেষত, এই উপন্যাসে কখনও পাতার পর পাতা চলে কুন্দেরার দার্শনিক প্রতর্ক, আবার কখনও বা চরিত্রগুলির মধ্যে অদ্ভুত সব বিপন্নতার সংলাপ। তারা যেন নিজেদের অস্তিত্বকেই আরও অনেক বেশি ভারী করে তুলছে। অসহনীয় করে তুলছে। অস্তিত্বের এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে মানুষ যা বলছে, তা আসলে বলতে চাইছে না আর যা বলতে চাইছে, তাও সে বলতে পারছে না। এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তৈরি হচ্ছে দার্শনিকভাবে। তিনি লিখেছেন, -

> "The very beginning of Genesis tells us that God created man in order to give him dominion over fish and fowl and all creatures. Of course, Genesis was written by a man, not a horse."[৬] (Hein, Micheal Henry)

ঈশ্বর নামক ক্ষমতা এখানে কেমনভাবে মিশে যাচ্ছে সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে। হয়তো ১৯৮২ সালে লেখা বলেই ১৯৬৮ সালের প্রাগের কয়েকজন চরিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে এমনভাবে অস্তিত্ব সংকটের ভারের দুনিয়াকে তুলে ধরেছেন কুন্দেরা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মিলান কুন্দেরার মতো মহৎলেখক কি সত্যিই চেয়েছিলেন বা বিশ্বাস করতেন, লেখার মধ্য দিয়ে আরও কোনো উন্নত পরিসরের বা অবস্থার কথা বলা সম্ভব। তাঁর প্রিয় লেখকরা ছিলেন তলস্তয়, কাফকা। তিনি দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অফ বিয়িং সম্পর্কে নিজেই বলতে গিয়ে বলছেন, -

> "There, i wanted dream, narrative, and reflection to flow together in an indivisible and totally natural stream. But the polyphonic character of the novel is very striking in part six: the story of Stalin's son, theological reflections, a political event in Asia, Franz's death in Bangkok, and Tomas's funeral in Bohemia are all linked by the same everlasting question 'What is kitsch?' This polyphonic passage is the pillar that supports the entire structure of the novel. It is the key to the secret of its architecture."[৭]
> (Hein, Micheal Henry)

কিন্তু যা নেই, তার কথা হয়তো তিনি বলছেন না। বরং এই আর্কিটেকচার এবং আর্কিওলজি অফ টাইম তাঁর লেখার মধ্যে ধরা দিচ্ছে বারবার। একটি কূট দার্শনিক প্রশ্নের সামনে তাঁর উপন্যাসগুলি সংলাপে রত হয় এবং এই সংলাপ চলতেই থাকে। আর তা হল, জীবন যদি একটিবারের মুহূর্তযাপন হয়, তাহলে যে আবহমান সত্তা এই চৈতন্য, তাকে অস্বীকার করতে হয়। আর যদি তা অস্বীকার করি, তাহলে ইতিহাস চেতনা হয়তো থাকে, কিন্তু সময়চেতনা শুধুই সমসময় চেতনা হয়ে যায়। হয়তো এ কারণেই ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, কামু যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে, কুন্দেরা সেই জায়গাকে এড়িয়েই থেকেছেন সারাজীবন। কুন্দেরা যে নিজে প্রবলভাবে ইউরোকেন্দ্রিক ছিলেন তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ থাকার কথা নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পড়তে গিয়ে যদি আমরা সেই ইউরোকেন্দ্রিকতার চোখ দিয়েই কুন্দেরাকে পড়ি, তাহলে সম্ভবত একটি ভুল হবে। কুন্দেরা একজন মহৎ লেখক, জীবনের অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংগতি, ভাবনা, বোধ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। ঘটনা বর্ণনার ক্রমিকতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে উপন্যাসকেই তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন। মুক্ত চিন্তা, মুক্ত কাঠামো এবং মুক্ত ভাবনায় কুন্দেরার পরে উপন্যাস লিখনই এক অন্য খাতে বইতে পারে। তীব্র শ্লেষাত্মক যে ভাষা, রসবোধ এবং আঙ্গিকে তিনি কথা বলে গিয়েছেন, তা অননুকরণীয়। কুন্দেরার উপন্যাসে স্বপ্ন যেমনভাবে একটি উপাদান, সংগীত যেমনভাবে একটি উপাদান, তেমনভাবে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর উপন্যাসে খুব একটা চোখে পড়ে না। তিনি শ্রেষ্ঠতম নন, কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

জেরুজালেম পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি বলেছিলেন, 'Man thinks, God laughs' অর্থাৎ মানুষ চিন্তা করে আর ঈশ্বর হাসেন। ঈশ্বর হাসেন কেন? কারণ মানুষ ভাবছে বলে। অথচ এই ভাবনা চিন্তা করতে গিয়ে তাঁর জীবন থেকে সত্যটা হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যতই সে ভাবছে, চিন্তা করছে, ততই সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। সব মানুষ তো একইরকম ভাবে না, যতরকম মানুষ ততরকম ভাবনা। প্রত্যেকে নিজের মতো ভাবছে এবং অন্যদের ভাবনা থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। মানুষের এই ভাবনাচিন্তা করে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে পড়া দেখে ঈশ্বর হাসছেন। হাসির আরও একটা কারণ, শেষ পর্যন্ত সেটা হয় না, যেটা মানুষ ভাবে। মানুষ নিজেকে যা ভাবে, তা সে নয় এটা দেখেও ঈশ্বর হাসছেন। তিনি ভাবছেন এরা এতো চিন্তা করে যাচ্ছে, অথচ ওরা নিজেরাও জানে না ওরা আসলে কী!

একটা মানুষ সারাজীবন ধরে এসব ভেবেছেন। মিলান কুন্দেরার গোটা জীবনের কাজ হচ্ছে, ভাবনা এবং চিন্তা। এবং তিনি বুঝেছেন শুধু ভাবনাচিন্তা দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে না। যেটাকে প্রতিরোধ করেছেন, সেটাকে গুরুত্ব দিলে চলবে না এবং সেই গুরুত্ব না দেওয়াটাকেই তিনি সাহিত্য করলেন। তাঁর সমস্ত গল্প এবং সমস্ত উপন্যাসে জীবনের এই অতিরঞ্জিত, অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া, গঠন, গড়ন, তথ্য এবং তত্ত্বগুলোকে হালকাভাবে নিয়ে প্রায় সরিয়ে দেওয়া।

গত দশ এগারো বছর ধরে ওঁর বই আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নোবেল পুরস্কারের কথা উঠলেই, ওঁর বই খুলে বসি। পড়তে পড়তে হাসি আর ভাবি, এই মানুষটাও কিন্তু কোনো পুরস্কারকে সেভাবে গুরুত্ব দেননি। খুব নির্জন মানুষ ছিলেন। যেরকম মানুষ হওয়ার কথা উনি বলছেন, যেকোনো কিছুকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে না, তুমি তোমার মতো থাকো। ঠিক সেরকমই পুরস্কারকে কোনো গুরুত্ব দেননি তিনি। এতোবার নমিনেশন তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তিনি নোবেল পেলেন না এ নিয়ে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। নিজের মতো নির্জনে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 291 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শেষকথা বলি, মিলান কুন্দেরা অপূর্ব মানুষ তো বটেই, অপূর্ব লেখক তো বটেই, অপূর্ব গদ্যকার, অপূর্ব চিন্তকও। তবে এটাও বলব, সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের আমি মহাপুরুষ মনে করি, কুন্দেরা তাঁদের অন্যতম। তিনি চলে গেলেন। আমি এখনও তাঁর বই বুকে জড়িয়ে রেখেছি, এবং মনে করছি, আমি সর্বক্ষণ একজন মহাপুরুষের সঙ্গে রয়েছি।

Reference:

১. Hein, Michael Henry (Translation), *The Unbearable Lightness of Being,* New York : Harper Collins Publisher, 1984, Print, P. 27
২. *কৃত্তিবাস পত্রিকা,* ১ আগস্ট ২০২৩, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১৭, মুদ্রণ, পৃ. ১৫
৩. *The Unbearable Lightness of Being*, Print, P. 33
৪. *কৃত্তিবাস পত্রিকা,* মুদ্রণ, পৃ. ১৮
৫. তদেব, মুদ্রণ, পৃ. ২৬
৬. *The Unbearable Lightness of Being*, Print. P. 150
৭. Ibid, P. 232